পূণর্বাসন ঋণ

বাংলাদেশী কোন নাগরিক চাকুরীর উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে গমন করার পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক,সামাজিক অথবা নিয়োগদাতা কর্তৃক হয়রানির কারনে স্বদেশে ফিরে আসার পর স্বাবলম্বি হওয়ার ইচ্ছায় কোন ধরনের প্রকল্প শুরু করলে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ঐ ব্যাক্তির ঋণের আবেদনের প্রেক্ষিতে সহজ শর্তে জামানতে বা জামানত ব্যাতিরেকে ঋণ প্রদান করবে যা পূণর্বাসন ঋণ হিসাবে আখ্যায়িত হইবে।

(১) ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা ঃ

ক) বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে ;

খ) শাখার অধিক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা না হলে অধিক্ষেত্রের একজন স্থায়ী বাসিন্দাকে ঋণের গ্যারান্টার করতে হবে।

গ) বয়স সাধারনত: ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ হতে হবে।

ঘ) প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি যুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য অথবা বানিজ্যিক ব্যবসা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকতে হবে।

চ) অন্য কোন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ এনজিও অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ খেলাপি যোগ্য বিবেচিত হবে না।

ছ) বিদেশ হতে ফেরত এসেছেন মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকতে হবে।

(০২) ঋণের আবেদন ফরম ও ফিস ঃ

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। শাখায় ঋণ আবেদন দাখিল কালে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে ।

(২) ঋনের গ্যারান্টারের যোগ্যতা ঃ

ঋণ পরিশোধে সক্ষম ঋণ আবেদনকারীর পিতা/মাতা/ভাই/বোন/স্বামী/স্ত্রী গ্যারান্টার হতে পারবেন। উল্লেখিত ব্যাক্তি ব্যাতিত ঋণ পরিশোধে সক্ষম এমন ব্যাক্তি যিনি অধিক্ষেত্র এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা তিনি গ্যারান্টার হতে পারবেন। একজন গ্যারান্টার একজন ঋণীর গ্যারান্টার হতে পারবেন।

(০৪) আবেদনকারীর/গ্যারান্টারর স্থায়ী ঠিকানা ঃ

নিজ নামে অথবা পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রীর নামে যে এলাকায় বাড়ী থাকবে অথবা জাতীয় পরিপত্র কার্ডে উল্লেখিত স্থায়ী ঠিকানা আবেদনকারীর/গ্যারান্টারর স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে বিবেচিত হবে।

(০৫) শাখার অধিক্ষেত্রের বাহিরের আবেদনকারীকে ঋণ প্রদান ঃ

ক) শাখার অধিক্ষেত্রের বহিরে ঋণ প্রদান করা হলে ঋণ আবেদনকারীর স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণস্বরূপ জাতীয় পরিপত্র কার্ড , ইউপি চেয়ারম্যান/ কমিশনার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহন করতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তা যাচাই করতে হবে।

খ) প্রারম্ভিক অবস্থায়, অধিক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট না থাকলেও যখন অধিক্ষেত্র নির্ধারন হবে সে সময় শাখার অধিক্ষেত্রের বহিরে ঋণ প্রদান করা হলে ঋণ আবেদনকারীর স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণস্বরূপ জাতীয় পরিচয়পত্র কার্ড , ইউপি চেয়ারম্যান/ কমিশনার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহন করতে হবে। স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তা যাচাই করতে হবে।

(০৬)মুনাফার হার

পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে। বর্তমানে মুনাফার হার হবে ১১% ফ্ল্যাট রেট। কোন ঋণ গ্রহীতার ঋন মেয়দোত্তীর্ণ হলে সেক্ষেত্রে ঋণের উপর অতিরিক্ত ৩% হারে মুনাফা চার্জ হবে। মুনাফার চার্জ পদ্ধতি অভিবাসন ঋণের হিসাবায়ন পদ্ধতির অনুরূপ হবে।

(০৭) ঋণ সীমা ঃ

পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে। বর্তমানে একক ঋণীর ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ ৮.০০ লক্ষ টাকা।

(০৮) ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত ঃ

ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত হবে ৭০ঃ ৩০। তবে ঋণ গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন ঋণ গ্রহীতা বেশী ইক্যুইটি প্রদানে আগ্রহী হলে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

(০৯) ঋণের উদ্দেশ্য/ খাত ঃ

নিষিদ্ধ নয় এবং বানিজ্যিকভাবে লাভজনক উৎপাদনশীল /বানিজ্যিক/সেবামুলক যে কোন অর্থনৈতি কর্মকান্ড ঋণের খাত হিসাবে বিবেচিত হবে। নিম্নে খাত উল্লেখ করা হলো-

১। মৎস্য সম্পদ ঃ

- মৎস্য চাষ : কার্প জাতীয়
- মৎস্য চাষ : (পাংগাস)
- মৎস্য চাষ : (চিংড়ি)
- রেণূ পোনা উৎপাদন (পুকুরে)
- মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ
- মৎস্য চাষ (মিশ্র)
- থাই কৈ মাছ চাষ

২। প্রাণী সম্পদ ঃ

- দুগ্ধ খামার
- গরু মোটাতাজাকরণ
- ছাগল/ভেড়া/মহিষ পালন
- ব্রয়লার মুরগীর খামার
- লেয়ার মুরগীর খামার

৩। শিল্প-কারখানা ঃ

- মৎস্য হ্যাচারী
- পোল্ট্রি হ্যাচারী
- কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা
- প্রাণী খাদ্য তৈরীর কারখানা
- মৎস্য খাদ্য তৈরীর কারখানা
- চিড়া/মুড়ি কল/শিল্প
- ধানের চাতাল/রাইস মিল
- বেকারী শিল্প
- ওয়েল মিল
- স'মিল
- ফলজাত খাদ্য শিল্প (জ্যাম, জেলী,জুস, আচার, সরবত, সিরাপ,সস)
- সুষম সার প্রস্তুতকারী শিল্প
- আটা,ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ
- ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যার

- স্টার্চ, গুকোজ, ডাইট্রোজ উৎপাদনকারীর শিল্প
- আইসক্রিম ফ্যাক্টরী
- গুড়া মসলা উৎপাদকারী শিল্প
- সুগন্ধী চাল উৎপাদনকরণ
- ডাল প্রক্রিয়াজাতকরণ
- জর্দ্দা প্রস্তুতকারী
- নারিকেল তেল উৎপাদন
- বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ
- রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ
- চামড়া শিল্প

৪। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প ঃ

- মৃৎ শিল্প
- কামারের কাজ
- ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং
- গ্রামীণ স্যানিটারী-ল্যাট্রিন তৈরী
- তাঁত শিল্প
- কাঠের/স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী
- রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্প
- কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী
- মোমবাতি/আগরবাতি/গোলাপজল/দাঁতের মাজন/কয়েল তৈরী
- বাঁশ ও বেত শিল্প
- যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা
- ক্ষুদ্র প্রিন্টিং এবং সাইনবোর্ড তৈরী
- চামড়াজাত শিল্প
- শুটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ
- আইসক্রিম/বরফকল

৫। অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রকল্প ঃ

- মাশরুম চাষ
- সবজি চাষ
- সেরিকালচার (রেশম চাষ)
- ফল চাষ
- মৌমাছি চাষ
- নকশীকাঁথা তৈরী
- পান বরজ
- নার্সারী
- ফুল চাষ

৬। সেবা খাত ঃ

- সেলুন/লন্ড্রি

- বিউটি পার্লার এন্ড হারবাল ট্রিটমেন্ট
- পাওয়ার টিলার
- কম্পিউটার সেবা
- ফটোকপি সেবা
- টিভি/ভিসিআর/বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মোবাইল ফোন মেরামত
- গ্রামীণ যানবাহন
- সেলাই মেশিন
- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ
- ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ক্লিনিক/দন্ত চিকিৎসা
- স্টুডিও
- শিক্ষা সেবা (কোচিং সেন্টার/কিন্ডার গার্টেন)
- ক্যাবল অপারেটরস্
- জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ
- কমিউনিটি সেন্টার
- বিনোদন পার্ক
- আবাসিক হোটেল
- পর্যটন কটেজ
- সোলার পাওয়ার
- সাইবার ক্যাফে

০৭। বাণিজ্যিক খাত ঃ

- মুদি/মনোহরী
- ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
- কাপড়ের ব্যবসা/তৈরী পোষাক ব্যবসা
- প্রাণী খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়
- ধান/চাল/অন্যান্য কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়
- সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা
- পার্টসের দোকান
- ইলেকট্রিক সামগ্রী
- ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী
- ঔষধ ব্যবসা
- শুটকি মাছ ব্যবসা
- পাথর উত্তোলন ও বিক্রয়
- বালি ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা
- পুরাতন লোহালক্কর (স্ক্রেপ/ভাঙ্গারী) ব্যবসা
- জুতার ব্যবসা
- ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়
- হার্ডওয়্যার ব্যবসা
- হোটেল/রেস্টুরেন্ট ব্যবসা
- আসবাবপত্র বিক্রয়

০৮। জমি, গৃহ নির্মাণ, প্লট বা ফ্লাট ক্রয়

০৯। উপরোক্ত খাত সমূহে ঋণ অনুমোদনের নিমিত্তে আয়-ব্যয় বিবরণী/প্রজেক্ট প্রোফাইল ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রস্তুত করতে হবে। তবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অধিকাংশ ঋণ গ্রহীতা আয়-ব্যয় বিবরনী সঠিক ভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন না বিধায় শাখা ব্যবস্থাপকদের এ বিষয়ে সহযোগীতা করতে হবে। সকল খাতের আয়-ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ভাবে উপস্থাপন করতে হবে (মাছ চাষ, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরন, দুগ্ধ খামার ব্যতিত)

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিবরণী ঃ

০১। (ক) মূলধন ব্যয় ঃ

ক্র: নং		বিবরণ	ইকুইটি	ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যয়
		বিদ্যমান	নগদ		
(১)					
(২)					
(৩)					
(৪)					
(৫)					
(৬)					
(৭)					
মোট মূলধন ব্যয় =					

(খ) চলতি ব্যয় ঃ

ক্র: নং		বিবরণ	ইকুইটি	ব্যাংক ঋণ	মোট ব্যয়
		বিদ্যমান	নগদ		
(১)					
(২)					
(৩)					
(৪)					
(৫)					
(৬)					
(৭)					
মোট চলতি ব্যয় =					

সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ)=

(গ) মাসিক পরিচালন ব্যয় ঃ

ক্র: নং	বিবরণ	পরিমান	একক দর	মোট মূল্য
(১)				
(২)				

(৩)				
(৪)				
(৫)				
মোট ব্যয় =				

০২। **মোট বাৎসরিক ব্যয় (চলতি ও পরিচালন)** ঃ কলাম ১ (খ+গ) × ১২ অথবা কলাম ১(গ) × ১২+(খ) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

০৩। **সর্বমোট ব্যয়** ঃ (কলাম ২ × প্রকল্পের মেয়াদ)

০৪। **মাসিক আয় বিবরণী** ঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমান	একক দর	মোট মূল্য
(১)				
(২)				
(৩)				
(৪)				
(৫)				

প্রকল্পের আয় =

০৫। **বাৎসরিক আয়** ঃ (কলাম ৪ × ১২) =

০৬। **সর্বমোট আয়** ঃ (কলাম ৫ × প্রকল্পের মেয়াদ =

০৭। **মোট লাভ** ঃ (কলাম ৬ - ৩)

০৮। **ব্যাংক ঋণ ও সুদ** ঃ

ব্যাংক ঋণ ঃ

ঋণের সুদ ঃ

মোট ঃ

০৯। **নীট লাভের পরিমান** ঃ (কলাম ৭ - ৮)

১০। **বাৎসরিক নীট লাভের পরিমান** ঃ (কলাম ৯ ÷ প্রকল্পের মেয়াদ)

বি:দ্রঃ ১(খ)-তে প্রদর্শিত কোন আইটেম ১(গ)-তে অন্তর্ভূক্ত হবে না।

১০। মাছ চাষ, গরু মোটাতাজাকরন, দুগ্ধ খামার, পোল্ট্রি খামার এ ঋণ বিতরনকালে নিম্নোক্ত নির্দেশিকা অনুসরনপূর্বক আয়-ব্যয় বিবরণী তৈরী করতে হবে-

মৎস্য চাষ প্রকল্পে অর্থায়নের নির্দেশিকা।

মাছ চাষ প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে ঃ

১.০০	**সাধারণ নিয়মাবলী**	ঃ	ক) পুকুর খনন ও পুন:খননের ব্যয় ঋণ গ্রহীতা বহন করবেন; খ) পানির এরিয়া (*Water body*) হিসাবে পুকুরের আয়তন নির্ধারণ করতে হবে ; গ) পুকুর/জলাশয়ের ভাড়া/ইজারার টাকা ঋণ গ্রহীতা বহন করবেন; ঘ) বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের পাড় যথেষ্ট উঁচু হবে ; ঙ) পুকুর পাড়ে এমন কোন উঁচু বৃক্ষ থাকবেনা যা আলো বাতাস প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। অধিকন্তু গাছের পাতা পুকুরে পড়ে পঁচে গিয়ে পানিতে অক্সিজেন ঘাটতি করে এবং অম্লত্ব বৃদ্ধি করে ; চ) রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগকৃত জমির পানি যাতে পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
২০০	**পুকুরের মালিকানা**	ঃ	ক) পুকুর নিজের হলে মূল দলিল/মূল দলিলের ফটোকপি ও খতিয়ান ;

	এবং ইজারার ক্ষেত্রে গৃহিতব্য দলিলপত্র		খ) অংশীদার হলে অবশিষ্ট সকল অংশীদারদের থেকে আমমোক্তার নামা/সম্মতিপত্র ; গ) ইজারাকৃত হলে ইজারা চুক্তি (ইজারা চুক্তির মেয়াদ ঋণের মেয়াদ থেকে কমপক্ষে ১ বছর বেশী); ঘ) সকল ক্ষেত্রেই আবেদন পত্রের সংগে দালিলিক প্রমাণের ফটোকপি ।
৩.০০	সময় সূচী	ঃ	ক) পুকুর খনন / পুন:খনন ঃ ফাল্গুন - চৈত্র (ফেব্রুয়ারী - মার্চ);
			খ) মাছ চাষ ঃ পানি সেচের সুবিধা থাকলে সারা বছর ব্যাপী মাছ চাষ করা যাবে ।
৪.০০	পুকুর / জলাশয়ের গভীরতা	ঃ	ক) মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ ঃ ৩.০০ - ৪.০০ ফুট গভীর; খ) গলদা চিংড়ী চাষ ঃ ৩.০০ - ৪.০০ ফুট গভীর; গ) কার্প জাতীয় মৎস্যের চাষ ঃ ৬.৫০ - ১০.০০ ফুট গভীর; ঘ) পাঙ্গাস চাষ ঃ ৬.৫০ - ১০.০০ ফুট গভীর; ঙ) থাই কৈ ঃ ৪.০০ - ৫.০০ ফুট গভীর ।

৫.০০	ঋণের মেয়াদ	ঃ	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর ।
৬.০০	পরিশোধ সুচী ঃ	ঃ	কার্প জাতীয় মাছের ঃ ৯ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে সর্বোচ্চ ১৫ টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য;
			পাঙ্গাস মাছের ক্ষেত্রে ঃ ৯ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে সর্বোচ্চ ৩ টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য;
			মনোসেক্স তেলাপিয়া ঃ ঃ ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর ৩ টি কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায়যোগ্য;
			থাই কৈ মাছের ঃ ৩ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর ৩ টি কিস্তিতে সমুদয় ঋণ আদায়যোগ্য;
			চিংড়ী মাছের ক্ষেত্রে ঃ ৯ মাস গ্রেস পিরিয়ড বাদে ৩ টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ।
			◆ রুই, পাঙ্গাস, কৈ, মনোসেক্স তেলাপিয়া এবং চিংড়ী মাছের ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় করতে হবে । ১ম বার ঋণ বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয়ের ৫ দিন পর পুনরায় একই পরিমান ঋণ বিতরণ করা যাবে । সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ সমন্বয় করা না হলে ঘুর্ণায়মান সুবিধা বাতিল বলে

			গণ্য হবে। ◆ কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রেও কোন উদ্যোক্তা ১ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় একই পরিমান ঋণ নিতে চাইলে সে ক্ষেত্রেও ঘুর্ণায়মান সুবিধা প্রদান করা যাবে। ◆ উৎপাদনের বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রয়োজনে গ্রেস পিরিয়ড ও কিস্তির সংখ্যা কমানো যাবে।

৭.০০	ঋণ সীমা	ঃ	প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৯০% ঋণ মঞ্জুর/মঞ্জুরীর সুপারিশ করা যাবে। ১ (এক) একর জমিতে মাছ চাষের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় নিম্নরূপ ঃ

(ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্প জাতীয় মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি) ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচছ	-	৪,০০০.০০
২) পাথুরে চুন	২৫০ কেজি	১৩.০০	৩,২৫০.০০
৩) জৈব সার/ কম্পোষ্ট	৯০০০ কেজি	২.৫০	২২,৫০০.০০
৪) ইউরিয়া	২০০ কেজি	১৩.০০	২,৬০০.০০
৫) টিএসপি	১০০ কেজি	২৫.০০	২,৫০০.০০
৬) এম পি	৪০ কেজি	১৭.০০	৬৮০.০০
৭) গমের ভুষি	১০০০ কেজি	২০.০০	২০,০০০.০০
৮) সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	১৫০০ কেজি	২০.০০	৩০,০০০.০০
৯) রুই জাতীয় মাছের পোনা	৪৫০০ টি	৪.০০	১৮,০০০.০০
১০) শ্রমিক ব্যয়	৯ শ্রম মাস	২৫০০.০০	২২,৫০০.০০
১১) মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচছ	-	৪,০০০.০০
১২) চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচছ	-	৩,০০০.০০
১৩) মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচছ	-	৪,০০০.০০
১৪). বিবিধ খরচ	গুচছ	-	২,০০০.০০
মোট (১ - ১৪) =			১,৩৯,০৩০.০০

(খ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাংগাস ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি) ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচছ	-	৪,০০০.০০
২) পাথুরে চুন	২৫০ কেজি	১৩.০০	৩২৫০.০০

৩) জৈব সার/ কম্পোষ্ট	৪৫০০ কেজি	২.৫০	১১২৫০.০০
৪) ইউরিয়া	২০০ কেজি	১৩.০০	২,৬০০.০০
৫) টিএসপি	১০০ কেজি	২৫.০০	২,৫০০.০০
৬) এম পি	২০ কেজি	১৭.০০	৩৪০.০০
৭) গমের ভুষি	২৮০০ কেজি	২০.০০	৫৬,০০০.০০
৮) সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	৩৩৭৫ কেজি	২০.০০	৬৭,৫০০.০০
৯) ফিস মিল	১৫০০ কেজি	৪৫.০০	৬৭,৫০০.০০
১০) পাংগাস মাছের পোনা	৮০০০ টি	৪.০০	৩২,০০০.০০
১১) কার্প জাতীয় মাছের পোনা	১৭০০ টি	৪.০০	৬,৮০০.০০
১২) শ্রমিক ব্যয়	৯ শ্রম মাস	২৫০০.০০	২২,৫০০.০০
১৩) মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচছ	-	৪০০০.০০
১৪) চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচছ	-	৩০০০.০০
১৫) মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচছ	-	৪০০০.০০
১৬) বিবিধ খরচ	গুচছ	-	২০০০.০০
মোট (১ - ১৬) =			২,৮৯,২৪০.০০

(গ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাংগাস (একক) মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব ঃ

ব্যয়ের বিবরণ	পরিমাণ	দর	মূল্য
১) পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচছ	-	৪০০০.০০
২) পাথুরে চুন	২৪০ কেজি	১৩.০০	৩১২০.০০
৩) জৈব সার/ কম্পোষ্ট	৪৮০০ কেজি	২.৫০	১২,০০০.০০
৪) ইউরিয়া	২৪০ কেজি	১৩.০০	৩১২০.০০
৫) টিএসপি	১২০ কেজি	২৫.০০	৩০০০.০০
৬) এম পি	২১ কেজি	১৭.০০	৩৫৭.০০
৭) গমের ভুষি	৪০০০ কেজি	২০.০০	৮০,০০০.০০
৮) সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	৪৭০০ কেজি	২০.০০	৯৪,০০০.০০
৯) ফিস মিল	২১০০ কেজি	৪৫.০০	৯৪,৫০০.০০
১০) পাংগাস মাছের পোনা	১২০০০ টি	৪.০০	৪৮,০০০.০০
১১) শ্রমিক ব্যয়	৯ শ্রম মাস	২৫০০.০০	২২,৫০০.০০
১২) মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচছ	-	৪০০০.০০

১৩)	চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচছ	-	৩,০০০.০০
১৪)	মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচছ	-	৪,০০০.০০
১৫)	বিবিধ খরচ	গুচছ	-	২,০০০.০০
		মোট (১ - ১৫) =		৩,৭৭,৫৯৭.০০

ঘ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গলদা চিংড়ি মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি) ঃ

ব্যয়ের বিবরণ		পরিমাণ	দর	মূল্য
১)	পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচছ	-	২৫০০.০০
২)	**উপকরণ ঃ**			
	(ক) চুন	৬০ কেজি	১৩.০০	৭৮০.০০
	(খ) জৈব সার	১০০ কেজি	২.৫০	২৫০০.০০
	(গ) ইউরিয়া (বিভিন্ন সময়ে)	১০০ কেজি	১৩.০০	১৩০০.০০
	(ঘ) টি,এস,পি (বিভিন্ন সময়ে)	৮০ কেজি	২৫.০০	২০০০.০০
	(ঙ) এম,পি (বিভিন্ন সময়ে)	৪০ কেজি	১৭.০০	৬৮০.০০
	(চ) ফিস মিল (বিভিন্ন সময়ে)	১০৫০ কেজি	৪৫.০০	৪৭২৫০.০০
	(ছ) সম্পুরক খাদ্য (বিভিন্ন সময়ে)	২০০ কেজি	২৫.০০	৫০০০.০০
৩)	**মাছের পোনা ঃ**			
	৩" সাইজের গলদা চিংড়ি মাছের পোনা	৬০০০ টি	৫.০০	৩০০০০.০০
৪)	শ্রমিক ব্যয়	৯ শ্রম মাস	২৫০০.০০	২২,৫০০.০০
৫)	মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচছ	-	৬০০০.০০
৬)	চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচছ	-	১০০০.০০
৭)	মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচছ	-	৩০০০.০০
৮)	বিবিধ খরচ	গুচছ	-	১০০০.০০
		মোট (১ - ৮) =		১,২৫,৫১০.০০

ঙ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি) ঃ

ব্যয়ের বিবরণ		পরিমাণ	দর	মূল্য
১)	পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচছ	-	৪০০০.০০
২)	পাথুরে চুন	৩০০ কেজি	১৩.০০	৩৯০০.০০
৩)	খাদ্য ঃ			০০.০০

	গমের ভুষি			০০.০০
	সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	১০০০০ কেজি	২০.০০	২,০০,০০০.০০
	ফিস মিল			০০.০০
৪)	মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের পোনা	২৬০০০ টি	২.০০	৫২০০০.০০
৫)	শ্রমিক ব্যয়	৩ শ্রম মাস	২৫০০.০০	৭৫০০.০০
৬)	মাছ চাষের যন্ত্রপাতি	গুচ্ছ	-	২৫০০.০০
৭)	চিকিৎসার ঔষধ / রাসায়নিক দ্রব্য	গুচ্ছ	-	২০০০.০০
৮)	মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ	গুচ্ছ	-	৩০০০.০০
৯)	বিবিধ খরচ	গুচ্ছ	-	১৫০০.০০
	মোট (১ - ৯) =			২,৭৬,৪০০.০০

চ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে থাই কৈ মাছ চাষের প্রতি ফসলের ব্যয়ের হিসাব (একর প্রতি) ঃ

ব্যয়ের বিবরণ		পরিমাণ	দর	মূল্য
১)	পুকুর শুকানো / মাছ মারার ঔষধ	গুচ্ছ	-	৪,০০০.০০
২)	চুন প্রয়োগ ও পানি সরবরাহ	গুচ্ছ	-	৩,০০০.০০
৩)	খাদ্য ঃ			
	গমের ভুষি			
	সরিষা / সয়াবিন / তিল এর খৈল	৭০০০ কেজি	২০.০০	১,৪০,০০০.০০
	ফিস মিল			
৪)	থাই কৈ মাছের পোনা	৩২,০০০ টি	২.০০	৬৪,০০০.০০
৫)	শ্রমিক ব্যয়	৩ শ্রম মাস	২৫০০.০০	৭,৫০০.০০
৫)	যন্ত্রপাতি ক্রয়			২০০০.০০
৬)	ঔষধ ক্রয়			২০০০.০০
৭)	মাছ আহরন			৩০০০.০০
৮)	বিবিধ খরচ	গুচ্ছ	-	৫,০০০.০০
	মোট (১ - ৮) =			২,৩০,৫০০.০০

বি:দ্র: উপকরণাদির বর্তমান বাজারদর বিবেচনায় এনে ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে। মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া এলাকা ভেদে উপকরনাদির মূল্য সামান্য কম/বেশী হতে পারে। এ সকল হ্রাস/বৃদ্ধি বিবেচনায় নেয়া যাবে।

॥ দুগ্ধ খামার প্রকল্পের ঋণ নিয়মাচার ॥

মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য দুধ ও মাংস খুবই প্রয়োজন। দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। দুধ শিশুদের প্রধান খাদ্যও বটে। এতে শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির প্রায় সব উপকরণ আছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও দুগ্ধ খামার স্থাপন একটি লাভজনক ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুগ্ধ খামার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের দুগ্ধ চাহিদা পূরণসহ পুষ্টি ঘাটতি হ্রাস এবং দেশের বিপুল বেকার জনশক্তিকে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে।

- দুগ্ধ খামারের স্থান নির্বাচন ঃ
  ১। উঁচু সমতল ভূমি যেখানে বৃষ্টির পানি জমেনা এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হবে।
  ২। ঘাস চাষের জন্য উপযোগী জমি থাকতে হবে।
  ৩। যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে।
  ৪। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা থেকে খামার একটু দূরে হতে হবে।

- গরুর বাসস্থান ঃ

গো-শালা উত্তর-দক্ষিণ মুখী হওয়া বাঞ্চনীয়। গোশালা দুই প্রকার যথা অন্তঃমুখী বা পরস্পর মুখী ও বিপরীত মুখী ও বর্হিমুখী। অন্তঃমুখী গো-শালার মধ্যভাগে খাদ্যপাত্র পানি ইত্যাদি থাকে। ইহার দুই পাশের সারিতে গরু ও তাহার পিছনে নালা বা সাধারণ পথ থাকে। বর্হিমুখী গো-শালার দুই পাশে খাদ্যপাত্র পানি ইত্যাদি থাকে এবং মধ্যভাগে নালা বা সাধারণ পথ থাকে। গো-শালা উঁচু ভিটিতে শুকনা জায়গায় হতে হবে। গো-শালার মেঝে ইটের বা শক্ত মাটির হওয়া উচিৎ। তাছাড়া বৃষ্টির পানি আটকে না থাকে, ঘরে প্রচুর আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, স্যাঁতসেতে অবস্থা না থাকে, ঘরে দুর্গন্ধ ও মশা-মাছি দমনের জন্য মাঝে মাঝে জীবানুনাশক দ্বারা ধুতে হবে এবং কীটনাশক ছিটাতে হবে। মোট কথা গোশালাটি যেন গাভীর জন্য মজবুত এবং আরামদায়ক বাসস্থান হয় সে দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি গাভীর জন্য ৩৫-৪০ বর্গফুট এবং প্রতিটি বাছুরের জন্য ২০-২৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।

- গাভী নির্বাচন ঃ উন্নত জাতের ফ্রিজিয়ান, জার্সি, লাল সিন্ধি, শাহীওয়াল ইত্যাদি গরু প্রচুর পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। কিন্তু বিদেশ থেকে সরাসরি আমদানীকৃত ফ্রিজিয়ান ও জার্সি গাভী আমাদের দেশের আবহাওয়াতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। তবে সিন্ধি ও শাহীওয়াল এবং সংকর জাতের গাভী আমাদের আবহাওয়ায় পালন করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। দেশী গাভীকে বিদেশী উন্নত ষাড়ের বীজ দিয়ে প্রজনন করলে সংকর গাভী সৃষ্টি হয়। সংকর গাভী আমাদের দেশের গাভীর চেয়ে অনেক বেশী দুধ দেয়। একটি সংকর গাভী হতে দৈনিক ১০-২০ লিটার দুধ পাওয়া যায়। অথচ একটি দেশী গাভী সাধারণত দৈনিক ১-২ লিটারের বেশী দুধ দেয় না। তাই লাভজনক ভাবে দুগ্ধ খামার করতে হলে সংকর জাতের গাভী দিয়ে খামার আরম্ভ করতে হবে।
- গাভীর সেবা যত্ন ঃ সেবা-যত্ন ও পুষ্টিকর খাদ্যের উপর পশুর স্বাস্থ্য ও খামারের লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই খামারের উন্নত ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও গাভীর সঠিক যত্নের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। রোগ ব্যধির জন্য সময়মত টিকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হয়। গাভীর পরিচর্যার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- গরুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।
- প্রতিদিন নিয়মিত গোয়ালঘরের চোনা পরিস্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে বা গর্তে জমা করতে হবে। যা পরবর্তীতে সার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
- আটালি, উকুন, ডাসা (মাছি), জোঁক ইত্যাদি অবাঞ্চিত পোকা-মাকড় শরীরের রক্ত যাতে চুষে না খায় বা গরুকে বিরক্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- গরুর স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।
- গবাদী পশুকে নিয়মিত গো বসন্ত, তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরা ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। নিকটবর্তী পশু হাসপাতালে এসব টিকা পাওয়া যায়।
- গবাদী পশুর রোগ দেখা দিলে পশু চিকিৎসক বা নিকটস্থ থানা পশু সম্পদ কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
- অসুস্থ পশুকে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- খাদ্য ও পানিঃ গাভীর খাদ্যকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা-

১। আঁশ জাতীয় খাদ্য, যেমন - খড়, সবুজ ঘাস ইত্যাদি।

২। দানাদার খাদ্য, যেমন- গমের ভূষি, চাউলের কুঁড়া, খেসারী, মাটি কালাই, খৈল ইত্যাদি।

দানাদার খাদ্যের সাথে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থও সরবরাহ করতে হয়। সবুজ ঘাসের জন্য ভুট্টা, যব, নেপিয়ার, পারা, গিনি, মাসকালাই ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে। গাভীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য ইউরিয়া, মোলাসেস, ঐ (ইউএমএস) পরিমাণমত খাওয়ানো যেতে পারে।

-ঃ গাভীর দানাদার খাদ্যের তালিকা ঃ-

খাদ্যের উপকরণের নাম	পরিমাণ
গমের ভূষি	৪০-৫০%
চাউলের ভূষি	১৫-২০%
মাটি কালা বা খেসারি	১০-১৫%
চিটাগুড়	৫-৭%
তিলের খৈল বা চিনা বাদামের খৈল	১০-১৫%
লবণ	১-১.৫%
ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ	০.২৫-০.৫০%

গাভীকে সবসময় পরিস্কার পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে। খাবার ও পানির পাত্র প্রতিদিন নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

- **বাছুরের যত্ন ও পরিচর্যা ঃ**

ক) বাছুরের জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাক ও মুখে লেগে থাকা ময়লা, শ্লেষ্মা পরিস্কার করতে হবে।

খ) বাচ্চার জন্মের সাথে সাথে গাভী যাতে বাছুরকে চাটে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) প্রসবের পর পরই বাছুরের গাভীর চারপাশে টিনচার আয়োডিন, ডেটল, সেভলন বা আইওসান দ্বারা ভালভাবে মুছে বোরিক বা সালফানিলামাইড পাউডার লাগাতে হবে।

ঘ) বাছুরকে গাভীর কাচলা বা শাল দুধ খাওয়াতে হবে।

ঙ) সাধারণত ৬ (ছয়) মাসের মধ্যেই বাছুরকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হয় এবং ক্রিমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

-ঃ বাছুরের দানাদার খাদ্য তৈরীর নমুনা তালিকা ঃ-

খাদ্যের উপকরণের নাম	পরিমাণ
গমের ভূষি	৪.৩ কেজি
চাউলের কুঁড়া	১.৫ কেজি
ভাঙ্গা খেসারী / মাটি কালাই	১.৫ কেজি
তিলের খৈল	০.৫ কেজি
ভাঙ্গা ছোলা	২ কেজি
ভিটামিন/খনিজ পদার্থ	০.০৫ কেজি
লবণ	০.১৫ কেজি
মোট =	১০ কেজি

-ঃ গর্ভবতী / দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য তালিকা ঃ-

(দৈনিক একটি সংকর জাতের গাভীর জন্য)

ক্রমিক নং	খাদ্যের বিবরণ	খাদ্যের পরিমাণ	মূল্য (টাকায়)
০১।	প্রক্রিয়াজাতকরণ খড় (ইউ.এম.এস)	৩-৪ কেজি (এর সাথে ঝোলা গুড় থাকা বাঞ্চনীয়)	
০২।	কাঁচা/ শুকনা ঘাস	৮-১০ কেজি	
০৩।	দানাদার খাদ্য	৩ লিটার দুধ প্রাপ্তির জন্য ২-৩ কেজি (গর্ভবতী ২.৫-৩ লিটার দুধের জন্য অতিরিক্ত ১ কেজি হিসেবে সর্বোচ্চ ৬ কেজি পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে।)	
০৪।	খৈল	৫০০ গ্রাম	
০৫।	লবণ	৬০০ গ্রাম	
০৬।	পরিস্কার পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণ	

-ঃ বাছুরের খাদ্য তালিকা ঃ-

(দৈনিক একটি বাছুরের জন্য)

ক্রমিক নং	খাদ্যের বিবরণ	খাদ্যের পরিমাণ	মূল্য (টাকায়)
০১।	মায়ের দুধ	(খড় ঘাস না ধরা পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ)	
০২।	প্রক্রিয়াজাতকরণ খড় (ইউ.এম.এস)	১-২ কেজি	
০৩।	কাঁচা/ শুকনা ঘাস	২-৪ কেজি	
০৪।	দানাদার খাদ্য	কেজি	
০৫।	লবণ	৩০ গ্রাম	
০৬।	পরিস্কার পানি	পর্যাপ্ত পরিমাণ	
			মোট =

উপরোক্ত দ্রব্যাদির বর্তমান বাজার মূল্য ধরে হিসাবায়ন করতে হবে।

গাভীর মূল্য ঃ প্রতিটি সংকর জাতের গাভীর মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য ধরতে হবে।

ঋণ পরিশোধের কিস্তি নির্ধারণ ঃ সাপ্তাহিক (গ্রেস পিরিয়ড বাদে)। তবে শাখা থেকে প্রকল্প স্থানে যাতায়াতের অসুবিধা এবং যাতায়াত খরচ বিবেচনা করে দূরবর্তী স্থানে প্রকল্পের কিস্তি পাক্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যেতে পারি।

ঋণের মেয়াদ ঃ সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর।

বাজারজাতকরণ ঃ খামারে উৎপাদিত দুধ বাজারজাতকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরল দুধ পচনশীল বলে এর দ্রুত বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সুষ্ঠু ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বৈজ্ঞানিকভাবে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য (Milk & Milk Products) উৎপাদন ও সরবরাহ একটি লাভজনক ব্যবসা। বড় আকারের খামার স্থাপন করা হলে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পাস্তরিত দুধ প্যাকেটজাত করে বিশেষ পরিবহনের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে সরবরাহ করা সম্ভব। ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা, যোগাযোগের সুবিধা, পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি বিবেচনায় বর্তমানে বড় শহর ও নিকটবর্তী এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দুগ্ধ খামার স্থাপন করা যেতে পারে।

দুগ্ধ সমবায় সমিতি (Milk Co-operative Society)র মাধ্যমে অঞ্চলে অঞ্চলে ডেইরী ভিলেজ (Dairy Village) গঠন করে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিপননের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায় যেখানে ছোট ছোট খামারীরা নিরাপদে টিকে থাকতে সক্ষম হবে।

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের ঋণ নিয়মাচার

গরু মোটাতাজাকরণ (Beef fattening) এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কতগুলো গরু বা বাছুরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ব্যয়ে উন্নত খাবার প্রদানের মাধ্যমে মোটাতাজা বা মাংসল করে বাজারজাত করা হয়। সাধারণত: বাড়ন্ত বয়সের গরু বাছুর মোটাতাজাকরণ একটি লাভজনক ব্যবসা।

গরুমোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়া শুরুর সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঃ

১। গবাদি পশু নির্বাচন ও ক্রয় ;
২। উপযুক্ত সময় ;
৩। কৃমি রোগের চিকিৎসা ও টিকা দান;
৪। সঠিক ও সুষ্ঠু বাসস্থান;
৫। সুষম ও পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ;
৬। বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ।

গরু নির্বাচন ঃ

গরু মোটাতাজাকরণ কর্মসূচীর জন্য সাধারণত এক থেকে দেড় বৎসর বয়সের এঁড়ে (ষাঁড়) বাছুর ক্রয় করা উচিত। গরুর বয়স শংকর জাতের ক্ষেত্রে ১৫ -১৮ মাস এবং দেশী জাতের ক্ষেত্রে ২০ - ২৪ মাস হওয়া বাঞ্চনীয়।

উপযুক্ত সময় ঃ

গরুমোটাতাজাকরণ কর্মসূচী শুরুর উপযুক্ত সময় ডিসেম্বর/জানুয়ারী অথবা জুন/জুলাই মাস। তবে ঈদুল আযহার ৪/৫ মাস আগে শুরু করলে সবচেয়ে বেশী লাভজনক হয়ে থাকে। বৎসরে ২ থেকে ৩ বার অনায়াসেই এই কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

বাসস্থান ঃ

এই প্রক্রিয়ায় গবাদি পশুকে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা প্রয়োজন। বাসস্থান উত্তম ও সঠিক হতে হবে। ঘরের মেঝে পাকা বা ইট বিছানো হতে হবে। তবে মেঝে কখনই খুব মসৃন হবে না। শেডের দেয়াল পাকা বা বেড়ার তৈরী হতে পারে। তবে শেড অবশ্যই খোলামেলা হতে হবে। তাছাড়া পয়:নিস্কাশন এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রতিটি গরুর জন্য ৩০-৩৫ বর্গফুট আয়তনের জায়গার প্রয়োজন।

খাদ্য সরবরাহ ঃ

গরুমোটাতাজাকরণ প্রক্রিয়ায় গবাদি পশুর জন্য খাদ্য তালিকা একটু বিশেষ ধরনের হতে হবে। খাবারের তালিকায় শর্করা, আমিষ, চর্বি এবং ভিটামিনের পরিমাণ সাধারণ খাদ্যের চেয়ে বেশী পরিমাণে হতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পরিস্কার পানি সরবরাহ করতে হবে।

(ক) দানাদার খাবার (Concentrate) ঃ ছোলা/খেসারী/মাস কালাই ভাংগা ৩০%, চালের কুড়া/ গমের ভূষি ৫০%, খৈল ১৫%, খনিজ দ্রব্য (চুন, ইউরিয়া, খড়িমাটি) ৪%, লবণ ১% হারে মিশিয়ে দৈনিক গরু প্রতি ২-৪ কেজি দানাদার খাবার খাওয়ানো হয়।

(খ) আঁশ জাতীয় খাবার (Roughage) ঃ ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়াতে হবে কারণ এ ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী থাকে। খড়ের সমপরিমাণ পানিতে ৫% হারে ইউরিয়া মিশিয়ে উক্ত খড়ে স্প্রে করে ৭ দিন গর্তে বা ডোলে রাখতে হয়। তারপর

শুকিয়ে উক্ত প্রক্রিয়াজাত খড় (Urea treated straw) গরুর ওজনের ভিত্তিতে দৈনিক ২-৫ কেজি খাওয়ানো হয়। উল্লেখ্য, প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ালে দানাদার খাবার কম খাওয়ালেও চলে।

(গ) ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক (UMB) ঃ ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক একটি শক্তিশালী এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ জমাট খাদ্য যার মধ্যে ৫০-৬০% চিটাগুড়, ২৫-২৬% গমের ভূষি, ৮-১০% ইউরিয়া, ৫-৬% চুনা, ০.৫-১% লবণ বিদ্যমান। গরু দৈনিক ৩০০ গ্রাম ইউ.এম.বি খেয়ে থাকে। একটি ০১ কেজি ব্লক গরুকে ৩-৪ দিন খাওয়ানো যায়।

গরুর ওজনের ভিত্তিতে গরু মোটাতাজাকরণের জন্য খাদ্যের একটি নমুনা তালিকা ও মূল্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

পশুর ওজন (কেজি)	প্রক্রিয়াজাত খড় (কেজি)	কাঁচাঘাস (কেজি)	দানাদার খাদ্য (কেজি)	দৈনিক খাদ্য বাবদ ব্যয়
৭৫	১.০০	৩.০০	২.০০	
১০০	১.৫০	৪.০০	৩.০০	
১৫০	২.০০	৫.০০	৩.৫০	
২০০	৩.০০	৬.০০	৪.০০	
৩০০	৪.০০	৮.০০	৫.০০	

উপরোক্ত দ্রব্যাদির বর্তমান বাজার মূল্য ধরে হিসাবায়ন করতে হবে।

গরুর মূল্য ঃ

ব্যাংক ঋণের টাকায় গরু ক্রয়ের সময় দাম নিম্নরূপ ভাবে সীমিত রাখতে হবে।

দেশী জাতের গরু	৮০০০-১০০০০ টাকা
শংকর জাতের গরু	১৫০০০-৩০,০০০ টাকা

ঋণের মেয়াদ ঃ

এ ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ বৎসর।

ঋণ আদায় পদ্ধতি ঃ

এ প্রকল্পে ২ বৎসরের জন্য ৬ মাস অন্তর ঘূর্ণায়মান (Revolving) পদ্ধতিতে ঋণ আদায় করতে হবে। প্রতি ৬ মাস অন্তর গরু বিক্রয়লব্ধ টাকা ঋণ হিসাবে জমা করার পর ঋণ হিসাব সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করতে হবে। এরূপ সমন্বয়ের ১৫দিন পর গরু ক্রয়ের জন্য পুনরায় ঋণ বিতরণ করা যাবে। প্রত্যেকবার ঋণ বিতরণের বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

বাজারজাতকরণ ঃ

গরুমোটাতাজাকরণের পর উহার বাজারজাতকরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। গরু বিক্রয় করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকতে হবে। শহর, বন্দর ও নগরের নিকটবর্তী এলাকায় প্রকল্প স্থাপন করলে বাজারজাতকরণের ঝুঁকি থাকে না। যে সকল এলাকার সংগে গরুর হাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ঐ সমস্ত এলাকায়ও প্রকল্প স্থাপন করা যেতে পারে। ঈদুল আযহার পূর্বে গরুর বাজার ও চাহিদা বেশ উৎসাহজনক। এ সময়কে গরু বিক্রয়ের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ব্রয়লার মুরগীর খামার প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্তে কতিপয় দিক নির্দেশনা (৫০০ মুরগীর জন্য)

ব্রয়লার পালনে বিবেচ্য বিষয় ঃ-

- ব্রয়লার ঘর স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে;
- প্রকল্প স্থানে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে;
- প্রকল্প স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হতে হবে;
- প্রকল্প স্থানে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;
- সঠিকভাবে ব্রয়লারের জাত নির্বাচন করতে হবে;
- প্রকল্প স্থানে ব্রয়লার বাচ্চাসহ অন্যান্য উপকরন সহজলভ্য কি না তা বিবেচনায় আনতে হবে।

প্রকল্প ঘর ঃ ব্রয়লার মুরগী পালনের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুরগীর জন্য কমপক্ষে ০১ বর্গফুট জায়গায় প্রয়োজন। সেই হিসাবে প্রকল্প ঘরের আয়তন নূন্যতম পক্ষে ৫০০ বর্গফুট হওয়া বাঞ্চনীয়। মুরগীর ঘরে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অতিরিক্ত শীত কিংবা গরমের হাত থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রকল্প ঘরের চার পার্শ্বে ২'-২ ১/২" দেয়ারের উপর নেট দ্বারা বেড়া দিতে হবে। গরের মেঝে পাকা হতে হবে এবং উপরে টিনের ছাউনী হলে ভালো হয়। টিনের ছাউনীর নীচে মুলি বাঁশের / পারটেক্স কিংবা হার্ডবোর্ডের সিলিং দিতে হবে।

ব্রয়লার মুরগীর খামারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ-

ক) ব্রুডার (প্রতি মুরগীর জন্য ০১টি) হিসেবে	---	০২টি
খ) খাদ্র পাত্র (প্রতি ৫০টির জন্য ০১টি)	---	১০টি
গ) পানির পাত্র (প্রতি ১০০টির জন্য ০১টি)	---	০৫টি
ঘ) থার্মোমিটার	---	০১টি
ঙ) হাউড্রোমিটার	---	০১টি
চ) গামলা	---	০৫টি
ছ) ব্রয়লার পরিবহন বাক্স	---	২০টি
জ) নলকুপ	---	০১টি
ঝ) ওজন পাত্র	---	০১টি

খাদ্য ঃ- ব্রয়লার মুরগীর সাপ্তাহিক দেহের ওজন এবং দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ
প্রতিটি মুরগীর জন্য

বয়স	দেহের ওজন (গ্রাম)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম)		
		দৈনিক	সপ্তাহে	ক্রমপুঞ্জিভুত
০১	১২২	২০	১৪০	১৪০
০২	৩০৪	৩০	২১০	৩৫০
০৩	৫১৫	৪০	২৮০	৬৩০
০৪	৭৮৫	৭০	৪৯০	১১২০
০৫	১১০৭	৯০	৬৩০	১৭৫০
০৬	১৪২০	১১০	৭৭০	২৫২০
০৭	১৭৪০	১২৫	৮৭৫	৩৩৯৫
০৮	২০৪৫	১৩৫	৯৪৫	৪৩৪০

উক্ত হিসাবে প্রতি ৪৫ দিনে প্রতিটি মুরগীর গড় খাদ্যের প্রয়োজন ২.৮৯ কেজি অর্থাৎ ৩.০০ কেজি প্রায়। ৫০০ মুরগীর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ১৫০০ কেজি প্রায়।

ঔষধ বাবদ খরচ ঃ- প্রতিটি মুরগীর জন্য ঔষধ বাবদ গড়ে ৩.৫০ টাকা খরচ হবে।

ব্রয়লার খামার প্রকল্পের অর্থায়নের নিমিত্তে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণকালে প্রকল্প ঘরের আয়তন ও অবকাঠামোর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে। তা ছাড়া প্রজেক্ট প্রোফাইলে যাতে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খাদ্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। উপকরণ ও খাদ্য বাবদ ব্যয় স্থানীয় বাজার মূল্যে নির্ধারণ করতে হবে এবং শাখা কর্তৃক স্থাণীয় বাজারে মূল্য যাচাই করতে হবে। প্রোফাইলে সমস্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত করে কোন কোন খাতের ব্যয় উদ্যোক্তা বহন করবেন প্রস্তাবে তা বিশদভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্পের জন্য ০১দিন বয়সী মুরগীর বাচ্চা স্থাণীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ব্রয়লার মুরগীর বাচ্চা প্রতিষ্ঠিত এবং বাজারে যাদের সুখ্যাতি আছে এমন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সংগ্রহ করার জন্য উদ্যোক্তাকে পরামর্শ দিতে হবে। বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের হাল তারিখ পর্যন্ত মুরগীর বাচ্চা ও খাদ্যের দর শাখার সংগ্রহে থাকতে হবে এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত দর শাখা কর্তৃক ভাল ভাবে যাচাই করে ঋণ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৫০০ ব্রয়লার মুরগীর খামার প্রকল্পে সম্ভাব্য ব্যয়

০১) প্রকল্পের ঘর ----------
০২) ফ্যান/লাইট/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ----------
০৩) কাবার ও পানি পাত্র/ব্রুডার ইত্যাদি উপকরণ
০৪) ৫০০টি ০১দিন বয়সী মুরগীর বাচ্চা ক্রয় বাবদ (৫০০×২৮)
০৫) ৫০০ মুরগীর ৪৫ দিনের খাদ্য খরচ (৩.০০×১৩×৫০০)
০৬) বিদ্যুৎ, ঔষদ ও লিটার ইত্যাদি

মোট =

বি:দ্রঃ (ক) উপরোক্ত হিসাবে ঘর নির্মাণ খরচ এবং ফ্যান, লাইট ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্থাণীয় বাজার মূল্যের ভিন্নতার কারণে প্রকল্প ব্যয় কিছুটা পার্থক্য হতে পারে। বর্তমান বাজার মূল্যে হিসাবায়ন করতে হবে।
(খ) মুরগীর ঘর/শেড নির্মাণ/মেরামতের জন্য ঋণ দেওয়া হবে না। উদ্যোক্তাকে নিজস্ব তহবিল থেকে ঘর/শেড নির্মাণ/মেরামত সম্পন্ন করার পর তা যাচাই সাপেক্ষে মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

লেয়ার মুরগী পালনে ব্রয়লার মুরগী পালনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ অনুসরন করতে হবে।

পোল্ট্রি(লেয়ার) প্রকল্পের আয় – ব্যয় বিবরনী

১) প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয় ঃ –

ক) মুলধন ব্যয় ঃ-

ক্রম	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
১.	প্রকল্প ঘর			
২.	গুদাম ঘর			
৩.	টিউবওয়েল ও মটর			
৪.	সিলিং ফ্যান			
৫.	খাঁচা			
৬.	খাবার ও পানির পাত্র			
	উপমোট			

খ) চলতি ব্যয় (১ম ৬ মাস)ঃ-

ক্রম	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
১.	মুরগীর বাচ্চা ক্রয়(এক দিন বয়সী মুরগী)			
২.	খাদ্য ক্রয়			
৩.	ভ্যাকসিন, ভিটামিন ও ঔষধ ক্রয়			
৪.	শ্রমিকের মজুরী			
৫.	বিদ্যুত বিল			
	উপমোট			

সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় ঃ- (ক+খ) =

২) ক) মাসিক পরিচালন ব্যয় (৭ম থেকে ১৮ তম মাস পর্যন্ত, ৫% মুরগীর মৃত্যু ধরে) ঃ-

ক্রম	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
১.	খাদ্য ক্রয়			
২.	ভ্যাকসিন, ভিটামিন ও ঔষধ ক্রয়			
৩.	শ্রমিকের মজুরী			
৪.	বিদ্যুত বিল			

৫.	পরিবহন খরচ			
	উপমোট			

খ) বাৎসরিক পরিচালন ব্যয়(মাসিক ব্যয় X ১২) ঃ- =

গ) সর্বমোট চলতি ও পরিচালন ব্যয় ঃ-

৩) প্রকল্পের আয় বিবরন ঃ-

ক) মাসিক আয় ঃ-

ক্রম	বিবরন	পরিমান	একক মূল্য	মোট মূল্য
১.	ডিম বিক্রয়			
২.	বিষ্ঠা বিক্রয়			
৩.	রিজেক্ট মুরগী বিক্রয়(গড়)			
	সর্বমোট মাসিক আয়			

খ) বাৎসরিক আয়(মাসিক আয় X ১২) ঃ-

গ) সর্বমোট আয় ১ (এক)ব্যাচে ঃ-

ঘ) লাভ ১ (এক) ব্যাচে (১৮ মাসে) ঃ-

গ) বাৎসরিক লাভ =

(১০) চলতি মুলধন ও স্থায়ী মুলধন ঃ

প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে চলতি মুলধন এ ঋণ প্রদান করা হবে। স্থায়ী মুলধন এ ঋণ প্রদান পরিহার করতে হবে।

(১১) ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধসূচী ঃ

প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ও বাজারজাতকরন ইত্যাদি বিবেচনা করে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ/পরিশাধসূচী (সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, এককালীন) নির্ধারন করা যাবে তবে ঋণের মেয়াদ সর্ব্বোচ্চ ৫ বছর নির্ধারন করা যেতে পারে।

পূণর্বাসন ঋণের আওতায় প্রকল্প ভিত্তিক ঋণের মেয়াদকাল ও পরিশোধ সূচী।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরন	ঋণের মেয়াদ (সর্বোচ্চ)	গ্রেস পিরিয়ড	ঋণ পরিশোধ-সূচী (সর্বোচ্চ)	বিতরণের সময়কাল	মন্তব্য
০১	ব্রয়লার মুরগীর খামার (১ দিনের বাচ্চা)	৩ বছর	১০ দিন	৪৫দিন পর পর ২৪ টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
০২	লেয়ার মুরগীর খামার (১ দিনের বাচ্চা)	৩ বছর	১৮০দিন (৬মাস)	৩০টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	মুরগীর বাচ্চার বয়স ও ঋণের আকার অনুসারে গ্রেস পিরিয়ড/সময়কাল পরিবর্তনশীল।
০৩	মৎস্য খামার (রুই জাতীয়)	২ বছর	২৭০দিন (৯মাস)	১৫টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	-
০৪	মৎস্য খামার (পাংগাস)	২ বৎসর	২৭০দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	ঋণ বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয়ের কমপক্ষে ৫দিন পর পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা যাবে।
০৫	চিংড়ি চাষ	২ বছর	২৭০দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৬	মনোসেক্স তেলাপিয়া	২ বৎসর	০৩ মাস	প্রতি ৩ মাস অন্তর ৩টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	
০৭	থাই কৈ	২ বৎসর	০৩ মাস	প্রতি ৩ মাস অন্তর ৩টি কিস্তিতে	বছরব্যাপী	

০৮	নার্সারী	২ বছর	২৭০ দিন (৯মাস)	৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ সমন্বয় করা না হলে ঘূর্ণায়মান সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
০৯	দুগ্ধ খামার	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	১টি গাভী ক্রয় করে প্রকল্প স্থাপন করা হলে সর্বোচ্চ ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
১০	গরু মোটাতাজাকরণ	২ বছর	১১ মাস	মাস পর এককালীন ১১	বছরব্যাপী	ঋণ বিতরণের ১ বছরের মধ্যে সুদসহ সমুদয় টাকা সমন্বয় করতে হবে এবং সমন্বয়ের কমপক্ষে ৫ দিন পর পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা যাবে। সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের মধ্যে গৃহীত ঋণ সুদসহ সমন্বয় করা না হলে ঘূর্ণায়মান সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
১১	ব্লক ও বাটিক	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	----
১২	পশুপাখির খাদ্য তৈরী ও বিক্রয়	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	----
১৩	সব্জি চাষ	১ বৎসর	-	-	বছরব্যাপী	সবজির ধরন ও ফসল তোলার সময় অনুযায়ী গ্রেস পিরিয়ড ও কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে।
১৪	সেলাই মেশিন	৩	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৫	হালকা/লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৬	মুদি/ষ্টেশনারী দোকান/ডিপার্টমেন্টাল স্টোর/ঔষধের দোকান	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৭	টিভি, ভিসিআর ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামত কারখানা	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৮	সেলুন/লন্ড্রি	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
১৯	মৃৎ শিল্প	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২০	কাঠের/ষ্টীলের আসবাবপত্র তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২১	তাঁত/বেনারসী তাঁত	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২২	রিক্সা/নৌকা/রিক্সা ভ্যান	২ বৎসর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৩	নকশী কাঁথা	৩ বৎসর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--

২৪	কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৫	মোমবাতি/আগরবাতি/গোলা পজল/ দাঁতের মাজন তৈরী	৫ বৎসর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৬	পান বরজ	২ বছর	০৬ মাস	১৮টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৭	বাঁশ ও বেত শিল্প	৩ বৎসর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৮	গ্রামীণ স্যানেটারী তৈরী	২ বছর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
২৯	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩০	গাড়ী মেরামত ওয়ার্কসপ	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩১	ফাষ্ট ফুড/মিষ্টি তৈরী/ রেষ্টুরেন্ট	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩২	ক্ষুদ্র প্রিন্টিং/সাইন বোর্ড তৈরী	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৩	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৪	ডেকোরেটর	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৫	পাওয়ার টিলার	২ বছর	০১ মাস	২৩টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৬	হোটেল/রেষ্টুরেন্ট	৩ বছর	০১ মাস	৩৫টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৭	বেকারী	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	--
৩৮	জমি, গৃহ নির্মাণ, প্লট ও ফ্ল্যাট	৫ বছর	০১ মাস	৫৯টি মাসিক কিস্তিতে	বছরব্যাপী	---

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত খাতের বাইরে কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ঋণের মেয়াদ, গ্রেস পিরিয়ড, পরিশোধ সূচী নির্দেশনা অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(১২) ঋণ আবেদন নিষ্পত্তি ঃ

ঋনের পরিমান যাই হোকনা কেন দরখাস্ত প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে ঋণ আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে। ঋন আবেদন গ্রহনযোগ্য না হলে ঋণ আবেদনকারীকে দ্রুত জানিয়ে দিতে হবে।

(১৩) সঞ্চয়ী হিসাব ঃ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা করে ঋণীরা পুঁজি গঠন করবে এবং নিজেরাই স্বাবলম্বী হবে এবং একদিন ব্যাংক ঋণ নেয়ার প্রয়োজন পড়বেনা - এছাড়া ঋণের কিস্তি খেলাপ হলে সঞ্চয়ের অর্থ হতে তা সমন্বয় করা যাবে - এ বিবেচনায় ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামুলকভাবে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। মুলত ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় ঋণ বিতরনের সময় ন্যুনতম ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জমা গ্রহন করে হিসাব খুলতে হবে এবং কিস্তি জমার সময় নিয়মিতভাবে ঋণী থেকে ন্যুনতম ১০০/- (একশত) টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা প্রদানের জন্য আদায় করতে হবে।

(১৪) ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা ঃ

পূনর্বাসন ঋণের ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের উপর ন্যস্ত থাকবে। ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার উর্দ্বে ঋণ মঞ্জুরী/ব্যবসায়িক ক্ষমতা পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে। ঋনের আবেদন গ্রহনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে শাখা কর্তৃক তদন্ত ও পরিদর্শন সম্পন্ন করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর ঋণ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট শাখার অপরাপর কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে/প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(১৫) হিসাব পদ্ধতি ঃ

আলোচ্য ঋণের মুনাফা চার্জ ইত্যাদির হিসাব পদ্ধতি নিম্নরূপ-

০১। নিম্নরূপভাবে ঋণ হিসাবে মুনাফা আরোপ করতে হবে ঃ

(ক) ফ্লাট রেটে বার্ষিক ১১% হারে মুনাফা আরোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রোডাক্টকে ৩৬০ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

উদাহরণ ঃ এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে সুদ চার্জের ক্ষেত্রে

$$\text{সুদ} = \frac{\text{আসল} \times ৯১ \times \text{মুনাফা হার}}{৩৬০ \times ১০০}$$

(খ) খেলাপী ঋণ গ্রহীতার হিসাবে মেয়াদোত্তীর্নের পরবর্তী সময় নির্ধারিত মুনাফার হারের সাথে ৩% যোগ করে হিসাব করতে হবে।

০২। মুনাফা আরোপ সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলী ঃ

(ক) ত্রৈমাসিক (ডিসেম্বর, মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে) ভিত্তিতে মুনাফা হিসাব করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ঋণ পূর্ণ পরিশোধ, মামলা দায়ের, ঋণ দ্বৈভাগীকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মুনাফা মওকুফের আবেদন গ্রহণের সময় মুনাফা আরোপ করতে হবে।

(খ) কোন ঋণ হিসাবে কিস্তি/পাওনা আদায়ের পর ঋণ খতিয়ানে পোস্টিং কালে মুনাফার ডেবিট স্থিতি থাকলে প্রথমে তা ক্রেডিট করতে হবে। আদায়কৃত টাকা মুনাফার ডেবিট স্থিতি অপেক্ষা বেশী হলে সুদের ডেবিট স্থিতি সম্পূর্ণ ক্রেডিট করার পর অবশিষ্ট টাকা আসলে ক্রেডিট করতে হবে। ঋণ হিসাবে কিস্তি বা পাওনা আদায়ের পর মুনাফার ডেবিট স্থিতি না থাকলে আদায়কৃত টাকা ঋণের আসলে ক্রেডিট করতে হবে।

০৩) অর্থ ঋণ আদালতে মামলা/মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মুনাফার হিসাব সম্পর্কিত নিয়মাবলী ঃ

(ক) মামলাধীন ঋণের ক্ষেত্রে মামলা রুজুর সময় এবং পরবর্তীতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, আইনজীবীর ফি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ ঋণের আসল হিসাবে গণ্য হবে এবং ঋণ খতিয়ানে আসলের কলামে ডেবিট করতে হবে। মামলা রুজুর পর দাবীকৃত অর্থাৎ আসল, মুনাফা, এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি, আইনজীবীর ফি ও মামলা সংক্রান্ত অন্যান্য খরচসহ মোট পাওনাকে আসল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। মামলা রুজুর পর দাবীকৃত টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে কোন মুনাফা চার্জ করা যাবে না। দাবীকৃত টাকা পরিশোধের পর হিসাব বন্ধের সময় সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে মুনাফা চার্জ করতে হবে। মামলা চলাকালীন মামলা সংক্রান্ত কোন খরচের প্রয়োজন হলে তা ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবের আসল কলাম ডেবিট করে করতে হবে এবং উক্ত খরচের উপরও ঋণ হিসাব বন্ধের সময় যথারীতি মুনাফা আরোপ করতে হবে।

(১৬) ঋণের জামানত ঃ

ক) ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য জমি বন্ধক/সহজামানত দিতে হবেনা। তবে গ্যারান্টার এর স্থায়ী বাসিন্দার প্রমানস্বরূপ বাড়ী-ঘর /জমির দলিল / পর্চার ফটোকপি গ্যারান্টার জমা নিতে হবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে রাখতে হবে।

খ) ১,০০,০০০/- টাকার উর্দ্বে ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের জন্য গ্যারান্টারকে জমি বন্ধক দিতে হবে এবং গ্যারান্টারের বন্ধকী জমির মুল-দলিল/পর্চা/খারিজ/ হালসনের খাজনার রশিদ ব্যাংকে জমা দিতে হবে। ঋণ বিতরনের পূর্বে সম্পত্তির সকল কাগজপত্র ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) ঋণ গ্রহীতার নিজের জমির মুল-দলিল/পর্চা/খারিজ/ হালসনের খাজনার রশিদ ব্যাংকে জমা রেখেও ঋণ গ্রহন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ঋণ আবেদনের সময় বন্ধকী জমির মুল-দলিল/পর্চা/খারিজ/ হালসনের খাজনার রশিদ শাখায় জমা দিতে হবে।

❑ ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত সকল ঋণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা / গ্যারান্টারের নিকট হতে গৃহীতব্য কাগজপত্র/দলিলপত্রঃ-

০১। ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ঃ-

এস.এ খতিয়ান, সর্বশেষ জরিপের খতিয়ান এবং ঐ খতিয়ান নিজের নামে না থাকলে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট।

০২। কবলা/দানপত্র/লীজ/দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেঃ-

(ক) কবলা/দানপত্র/লীজ পত্র/দলিলের আসল কপি, দেওয়ানী আদালতের রায় ডিক্রির সহিমোহর নকল;

(খ) কবলা/দানপত্র সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হলে দলিল গ্রহীতার নামের খতিয়ান। দলিল গ্রহীতার নামের খতিয়ান না থাকলে বিক্রেতা/ দানপত্র দাতার নামের খতিয়ান;

(গ) আদালতের ডিক্রিসূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে ডিক্রিসূত্রে খতিয়ানের আসল অথবা সহি মোহর নকল।

❑ ১,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে ঋণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা/গ্যারান্টারের নিকট হতে গৃহিতব্য কাগজপত্র/দলিলপত্র ঃ-

০১। ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ঃ-

এসএ খতিয়ান, সর্বশেষ জরিপের খতিয়ান এবং ঐ খতিয়ান নিজের নামে না থাকলে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট ও মিউটেটেড খতিয়ান।

২। কবলা/দানপত্র/লীজ/দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ঃ-

(ক) কবলা/দানপত্র/লীজপত্র/দলিলের আসল কপি, দেওয়ানী আদালতের রায় ডিক্রির সহিমোহর নকল।

(খ) কবলা/দানপত্র সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হলে অন্যান্য খতিয়ানের সাথে দলিল গ্রহীতার নামের খারিজা মিউটেটেড খতিয়ান। আদালতের ডিক্রিসূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে মিউটেটেড খতিয়ানের আসল অথবা সহির মোহর নকল।

ঘ) **মূল দলিলের অবর্তমানে ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে** ঃ হারিয়ে গেলে বা কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা দলিল রেজিস্টার অফিস হতে উত্তোলন করা না হলে রেজিস্টার্ড মর্টগেজ গ্রহণপূর্বক সর্বোচ্চ ২.০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে সার্টিফাইড কপির ভিত্তিতে মঞ্জুরী করা যাবে ঃ

ক) মূল দলিল হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে থানায় জিডি এন্ট্রি এবং দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে;

খ) মূল দলিল হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্টেট এর আদালতে এফিডেবিট করতে হবে;

গ) মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে সময়মত উত্তোলন না করার কারণে তা রেজিস্টার কর্তৃক বিনষ্ট করা হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে মূল দলিল নষ্ট হয়েছে মর্মে রেজিস্টার প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে বের না হয়ে সেক্ষেত্রে মূল দলিল উত্তোলনের জন্য এস.আর.ও (দলিল উত্তোলনের রশিদ) এর মূল কপি ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে ও সার্টিফাইড কপি ও এস.আর.ও (দলিল উত্তোলনের রশিদ) এর বিপরীতে ঋণ বিতরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অত:পর মূল দলিল রেজিস্টার অফিস হতে যথাসময়ে সংগ্রহের পর উহা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে;

ঙ) রেভিনিউ অফিস ও রেজিস্টার অফিস তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট শাখাকে নিশ্চিত হতে হবে যে, আবেদনকারীর প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি ইত:পূর্বে হস্তান্তর বা বন্ধক দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে নন-এনকাম্ব্রান্স সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে;

চ) শাখা কর্তৃক প্রস্তাবিত জামানতি সম্পত্তি সরেজমিনে তদন্ত করে জমির স্বত্ত্ব দখল সঠিক আছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;

ছ) হালনাগাদ খাজনা রশিদ গ্রহণ করতে হবে;

জ) ঋণ আদায়ের অধিকতর নিশ্চয়তা বিধানকল্পে ঋণ গ্রহীতার অন্য কোন সম্পত্তি থাকলে বা গ্যারান্টারের মালিকানাধীন অন্যান্য সম্পত্তির প্রয়োজনে বিক্রয় করে ঋণ আদায় করা যাবে মর্মে ঋণ গ্রহীতা অথবা/এবং গ্যারান্টারের নিকট হতে ১৫০/- টাকার নন্-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ এবং সম্পত্তিটি হস্তান্তর হয়নি এবং দখল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

(ঙ) **জামানতি সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত মতামত ঃ**

ক) ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য (প্রয়োজন বোধে) আইনগত মতামত গ্রহন করা যাবে।

খ) ১.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তির আইনগত মতামত গ্রহন করতে হবে।

(চ) **রেজিষ্ট্রি বন্ধক গ্রহন**

ক) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি বন্ধক করতে হবে।

(ছ) **দায়-মুক্তি সনদ গ্রহন (সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস হতে)**

ক) ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য (প্রয়োজন বোধে) দায়-মুক্তি সনদ গ্রহন করা যাবে।

খ) ২.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে জামানতি সম্পত্তির দায়-মক্তি সনদ গ্রহন করতে হবে।

(১৭) বন্ধকী সম্পত্তির মুল্য নিধারন ঃ

বাজারমুল্যে নির্ধারন করতে হবে। সম্পত্তির মূল্য কমপক্ষে সুপারিশকৃত ঋণের ন্যূনতম ১.৫০ গুন হতে হবে। ভূমি ও অবকোঠামোর মুল্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারন করতে হবে।

(১৮) পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধকী হিসাবে গ্রহন ঃ

ভুমি সংস্কার বিষয়ক ১৯৮৪ সনের ১০ নং অধ্যাদেশের আওতায় পল্লী এলাকার বসতবাড়ীর মালিককে আইনের কোন বিধান দ্বারা উচ্ছেদ করা যাবেনা। তদ্‌প্রেক্ষিতে, পল্লী এলাকার বসতবাড়ী বন্ধক হিসাবে গ্রহন করা সমিচীন হবেনা।

(১৯) ঋণের চার্জ ডকুমেন্ট ঃ

১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে

	ডকুমেন্টের বিবরন	ষ্ট্যাম্পের মূল্যমান
ক)	ডাবল পার্টি ডিপি নোট	২০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
খ)	ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার	ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই
গ)	লেটার অব কন্টিনিউটি	ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই
ঘ)	তৃতীয় পক্ষের ব্যাক্তিগত গ্যারান্টি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পযুক্ত
ঙ)	ঋণ গ্রহীতার জমি বন্ধকী দলিল	১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
চ)	প্রকল্পের উপর হাইপোথিকেশন	১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

ছ) গ্যারান্টারের জমি বন্ধকী দলিল — ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার উর্দ্ধে ঋণের ক্ষেত্রে

ক) ডাবল পাটি ডিপি নোট — ২০ টাকার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
খ) ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার — ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই
গ) লেটার অব কন্টিনিউটি — ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নেই
ঘ) তৃতীয় পক্ষের ব্যাক্তিগত গ্যারান্টি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) — ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পযুক্ত
ঙ) ঋণ গ্রহীতার জমি বন্ধকী দলিল — ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
চ) তৃতীয় পক্ষের জমি বন্ধকী দলিল — ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।
ছ) প্রকল্পের উপর হাইপোথিকেশন — ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকার এ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্পযুক্ত।

(২০) পূণর্বাসন ঋণ আবেদনের প্রাক যোগ্যতামূলক কাগজপত্র ঃ

ক) আবেদনকারীর আবেদনসহ পারিবারিক তথ্য সম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত।

খ) আবেদনকারীর সদ্য তোলা ০৩ (তিন)কপি সত্যায়িত ছবি, ভোটার আইডি কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি, বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী সম্বলিত পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি ।

গ) হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (যদি না থাকে কারন উল্লেখ করতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরনসহ প্রকল্পের ঠিকানা (আয়-ব্যয় বিবরনী সহ)। নতুন প্রকল্প হলে সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বিবরণী আগামী ০২ (দুই বছরের)

ঙ)প্রকল্পের স্থান ঃ ১) ভাড়া /লীজ হইলে ভাড়া/লীজের চুক্তিপত্রের ফটোকপি
২) নিজস্ব হইলে মালিকানার প্রমানপত্র
৩) প্রকল্পের মালিক গ্যারান্টার হইলে গ্যারান্টারের সম্মতিপত্র

চ) পুরানো প্রকল্প হলে ২ বছরের লাভ লোকসান হিসাব।

ছ) প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব বিনিয়োগের ঘোষণাপত্র।

জ) জামানতি সম্পত্তির ফটোকপি।

ঝ) বিদেশ থেকে প্রত্যাগমন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্রের ফটোকপি।

ঞ) প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি।

ট) আর্থিকভাবে ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ০২ (দুই) পরিচয় দানকারীর নাম ও ঠিকানা ফোন নম্বরসহ।

ঠ) ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ-

১) ব্যক্তিগত ঋণের বিবরণ। (অন্য কোন ঋণ তার বিবরণী)
২) কোন সংস্থা, এনজিও, ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে থাকলে তার বিবরণ।
৩) ঋণ খেলাপী কিনা (হ্যাঁ/না)

ড) হলফনামা।